প্রথম বর্ষ সম্মান শ্রেণীর ক্লাস শুরু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গুলিবর্ষণের ঘটনা ছাত্রদলের ২ বিদ্রোহী নেতা প্রহৃত

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ অনার্স প্রথম বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস শুরুর প্রথমদিনে এবারও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গুলিবর্ষণ ও মারধরের ঘটনা ঘটেছে। ছাত্রদলের বিদ্রোহী গ্রুপের সন্ত্রাসীরা গোলাগুলি করে ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি অশান্ত করে। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্রলীগ কর্মীরা ছাত্রদলের দুজনকে মারধর ও ক্যাম্পাসে মিছিল করেছে। বর্তমানে ক্যাম্পাসে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। গতকাল রোববার দুপুরে মধুর ক্যান্টিনের পশ্চিম পাশে আকস্মিকভাবে **বিশ্ববিদ্যালয় ঃ** পৃঃ ২ কঃ ৩

বিশ্ববিদ্যালয় ঃ গুলিবর্ষণ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

২ রাউন্ড গুলির আওয়াজ শোনা যায়। মধুর ক্যান্টিনে অবস্থানরত ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে দৌড়ে গিয়ে সেখানে ছাত্রদলের বিদ্রোহী গ্রুপের কয়েকজনকে দেখতে পায় এবং গোলাগুলি করে পরিস্থিতি অশান্ত করার অভিযোগে জিয়া হলের ছাত্রদল সভাপতি আমিনুল ইসলাম শিমুল এবং জসীম উদ্‌দীন হলের সভাপতি আতিককে মারধর করে। অন্য সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। কারা গুলি করেছে তাদেরকেও চিহ্নিত করা যায়নি। তবে এরা ছাত্রদলের বিদ্রোহী গ্রুপের জুনিয়র ক্যাডার বলে জানা গেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ছাত্রদলের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করার জন্য বিদ্রোহী গ্রুপের জুনিয়র নেতা- কর্মীরা সিনিয়র নেতা-কর্মীদের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। এ চাপের পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্রোহী গ্রুপের সিনিয়র নেতারা জুনিয়র নেতা-কর্মীদের আশ্বাস দেয়, তারা পূর্ণাঙ্গ কমিটির ব্যাপারে ছাত্রদলের নবাগত কমিটির সভাপতি নাসির উদ্দিন আহমেদ পিন্টু এবং সাধারণ সম্পাদক শাহাবুদ্দিন আহমেদ লাল্টুর কাছে যাবে। এ উদ্দেশ্যে সিনিয়র নেতারা গত শনিবার রাতে পিন্টুর বাসায় যায়। কিন্তু তারা পিন্টুর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা না করে তার ছেলের জন্মদিনের উৎসব পালন করে চলে আসে। এদিকে এ খবর জুনিয়র নেতা-কর্মীদের কাছে পৌঁছলে তারা সিনিয়র নেতাদের ওপর ক্ষিপ্ত হয় এবং ক্যাম্পাসে ঢুকলে সিনিয়র নেতাদের মারধর করবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গতকাল রোববার দুপুরে বিদ্রোহী গ্রুপের সিনিয়র নেতাদের মধ্যে আবদুল বারী ড্যানি, বঙ্গবন্ধু হলের সভাপতি মাজহারুল ইসলাম বাবু ওরফে বাটম বাবু ও ফরহাদ হোসেন আজাদ ক্যাম্পাসে ঢুকলে আইবিএ ভবনের সামনে অবস্থানরত বিদ্রোহী গ্রুপের জুনিয়র নেতারা মধুর ক্যান্টিনের সামনে এসে তাদেরকে উদ্দেশ করে ২ রাউন্ড গুলি করে। এ ঘটনায় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আতংক বিরাজ করে। বিশেষ করে প্রথম বর্ষের ক্লাস করতে আসা ছাত্রছাত্রী বেশি ভয় নয় এবং দৌড়াদৌড়ি করতে থাকে। এ ঘটনায় ছাত্রলীগ ছাত্রদলের বিদ্রোহী গ্রুপের নেতা-কর্মীদের মারধর করে এবং তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনার নিন্দা জানিয়ে ক্যাম্পাসে মিছিল ও সমাবেশ করে। বিক্ষুব্ধ মিছিলটি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে ডাকসু ভবনের সামনে সমাবেশে মিলিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকন, সহ-সভাপতি আমিনুল ইসলাম, কাজী এবাদত হোসেন; যুগ্ম সম্পাদক আনিসুর রহমান, লিয়াকত শিকদার, সাংগঠনিক সম্পাদক আশরাফুল আজিম রুবন, প্রচার সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক একেএম আজিম প্রমুখ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, শান্ত ক্যাম্পাসকে অশান্ত করার হীন ষড়যন্ত্রকারী বেগম জিয়া ও তার অছাত্র, মস্তান, সন্ত্রাসীদের বাংলার ছাত্রসমাজ রুখে দাঁড়াবে।

উল্লেখ্য, গত কয়েক বছর ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথমবর্ষের প্রথম ক্লাসের দিনে কোন না কোন অঘটন ঘটে আসছে। এরমধ্যে ছাত্রলীগ নেতা পার্থপ্রতিম আচার্যকে গুলি করে হত্যা এবং ছাত্রদলের বর্তমান কমিটির সাধারণ সম্পাদক শাহাবুদ্দিন আহমেদ লাল্টুর কান কেটে দেয়ার মতো ঘটনা রয়েছে।